যুগান্তর

তারিখ: ২৭ JUL 2017
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম: ২

শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার চেষ্টায় ছাত্রলীগ নেতা রনি

চট্টগ্রাম ব্যুরো

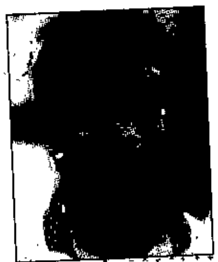

নুরুল আজিম রনি

আদালত অবমাননা করে মানববন্ধনের অভিযোগ

চট্টগ্রামের বিতর্কিত নগর ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনির বিরুদ্ধে এবার রাজনীতিমুক্ত কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের অজুহাতে তিনি ছাত্রলীগের নামে এসব প্রতিষ্ঠানে দলবল নিয়ে হানা দিচ্ছেন। এমনকি হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একটি কলেজের সামনে মানববন্ধনও করেন তিনি, যা আদালত অবমাননার শামিল বলে উল্লেখ করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও সাধারণ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ওই নেতার এমন কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করছেন অনেকে। তারা বলছেন, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় বা অন্য কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি করে, তা দেখার জন্য রয়েছে প্রশাসন। জেলা প্রশাসন এসব দেখভাল করে। প্রশাসন যথারীতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিচ্ছে। কিন্তু ছাত্রলীগের ব্যানারে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে প্রভাব বিস্তার, রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতির বিস্তার করাটা ঠিক না। ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য রনি এসব করছেন— এমন প্রশ্নও সামনে চলে আসছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বাকলিয়া

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার চেষ্টায় ছাত্রলীগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দিলোয়ারা-জাহান মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম বিজ্ঞান কলেজ, হাজেরা-তজু ডিগ্রি
কলেজ, কাজেম আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়
করা হচ্ছে— এমন অজুহাতে নগর ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। তাদের ওপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালান। এ
সুযোগে রাজনীতিমুক্ত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানোরও চেষ্টা করেন তিনি।
সর্বশেষ ২২ জুলাই দিলোয়ারা-জাহান মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়
বন্ধের দাবিতে স্কুলের সামনে ছাত্রলীগের ব্যানারে মানববন্ধন করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন রনি।
কিন্তু এ ভর্তি ফি'র বিষয়ে এর আগেই হাইকোর্ট তিন মাসের একটি নিষেধাজ্ঞা দেন। হাইকোর্টের
নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের মানববন্ধন আদালত অবমাননার শামিল বলে জানায় সংশ্লিষ্ট
কর্তৃপক্ষ। দিলোয়ারা-জাহান মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মারুফুল ইসলাম
যুগান্তরকে জানান, তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সব ধরনের রাজনীতিমুক্ত। লেখাপড়ার পরিবেশ অত্যন্ত
সুন্দর। তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতি প্রবেশ করলে এখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। লেখাপড়ার
পরিবেশ নষ্ট হবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিও চায় না এখানে রাজনীতি হোক। কিন্তু অতিরিক্ত ভর্তি
ফি আদায়ের অজুহাতে কিছু লোক সেদিন কলেজ ছাত্রলীগের ব্যানারে মানববন্ধন করেছে। অথচ
কলেজে কোনো ছাত্র রাজনীতি নেই। বাকলিয়া থানার ওসি প্রণব বড়ুয়া জানান, এ ঘটনায় কলেজ
কর্তৃপক্ষ ২৩ জুলাই থানায় জিডি (নং ১০৫২) করেছে।

রনির বিতর্কিত যত কর্মকাণ্ড : চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনির
বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে পেশিশক্তি প্রয়োগেরও অভিযোগ আছে। সংগঠনটির নাম ব্যবহার করে তিনি
নানান বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছেন। বিভিন্ন কলেজের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নিজ সংগঠনের
ছাত্রদের ওপর হামলা ও সংঘাত-সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়ছেন তিনি। এসব কারণে ছাত্রলীগের
সাধারণ নেতাকর্মীদের মধ্যে সংগঠনের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে। চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের সামগ্রিক
কর্মকাণ্ড তার একার ভূমিকার কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে। সর্বশেষ চট্টগ্রাম আউটার স্টেডিয়ামে
সুইমিংপুল নির্মাণকাজ বন্ধে তার নেতৃত্বে পুলিশের ওপর হামলা হয়। কোতোয়ালি থানা পুলিশ ও
ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বাদী হয়ে এ ঘটনায় দুটি মামলা করে। এ দুটি মামলার অন্যতম আসামি হন
নুরুল আজিম রনি। এর আগে ২০১৬ সালের ৭ মে হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নে
ভোটগ্রহণ চলাকালে কেন্দ্রের বাইরে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে অস্ত্রের মহড়া দেন রনি। মির্জাপুর
ইউনিয়নের চারিয়া বোর্ড স্কুল কেন্দ্রের বাইরে থেকে এ সময় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হারুন-উর
রশীদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। তার কাছ থেকে এ
সময় ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, ১৫ রাউন্ড তাজা গুলি ও ২টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে
দুই বছরের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ঘটনার পরদিন তাকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে
পাঠানো হয়। পরে তিনি জামিনে বেরিয়ে আসেন। এ ঘটনায় অস্ত্র আইনে করা মামলার তদন্ত
শেষে গত বছরের ১৬ জুন রনির বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ। হাটহাজারী
থানার এসআই দেলোয়ার হোসেন এ মামলার তদন্ত করেন। আদালত চার্জশিট গ্রহণ করে পরবর্তী
বিচারিক কার্যক্রমের জন্য তা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে
২০১৫ সালে নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন মুরাদপুর এলাকায় অবস্থিত আজমীর অ্যালুমিনিয়াম
ফ্যাক্টরি দখলেও নগর ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক রনি নেতৃত্ব দেন বলে অভিযোগ আছে। ওই
কারখানার মালিকপক্ষ রনির বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করে। চাঁদাবাজির অভিযোগে পাঁচলাইশ
থানায় লিখিত অভিযোগ দেয় তারা। এসব বিষয়ে জানার জন্য রনির মোবাইল ফোনে রোববার
বিকালে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। তবে এর আগে যুগান্তরকে দেয়া
বক্তব্যে রনি বলেছিলেন, 'আমি বিতর্কিত কর্মকাণ্ড করছি বলে যারা বলছেন তারা জামায়াত-
শিবিরের লোক। আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের কেউ আমাকে বিতর্কিত বলেন না। আওয়ামী লীগের
প্রেসিডিয়াম সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আমার কথা বলে গেছেন। যারা জামায়াতের লোক নিয়ে
দল ভারি করেন তারাই এসব কথা বলছেন।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....................
তারিখ.....................
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর